সা ত দি ন

২১ জানুয়ারি : মুসলিম উম্মাহ্‌র অব্যাহত শান্তি, সমৃদ্ধি ও দ্বীনের দাওয়াতের আহ্বানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব এস্তেমার আখেরি মোনাজাত সম্পন্ন হয়েছে।

২২ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অবিলম্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে।

ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের মিছিলে ছাত্রদল কর্মীদের হামলায় ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয়কর খোকনসহ অনেক নেতা-কর্মী আহত।

২৩ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির বিবরণ দিয়ে ক্ষমতাসীন জোট একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। আওয়ামী লীগও বিগত বিএনপির শাসনামলের দুর্নীতির তালিকা প্রকাশ করেছে।

২৪ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার বিরুদ্ধে সরকারের আনীত দুর্নীতির মামলার অভিযোগ অস্বীকার করে এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন।

ঢাকা সিএমএম আদালত সরকারদলীয় এমপি ও ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দিন পিন্টুকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে।

টঙ্গীতে চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে যুবদল নেতা হারিসসহ ৩ জনের মৃত্যু।

২৫ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের একশ' দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে।

২৬ জানুয়ারি : রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০০২' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের পুলিশ বাহিনীকে সন্ত্রাস দমনে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ইন্টারনেটে জাতির উদ্দেশে ভাষণে জোট সরকারের একশ' দিনের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন।

২৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশ ও পাকিস্তান বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের ২১ পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেবার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে পাকিস্তান।

মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এসিড নিয়ন্ত্রণ ও এ সংক্রান্ত অপরাধ দমনে দুটি পৃথক আইনের খসড়া এবং রাষ্ট্রপতির ভাষণের খসড়া অনুমোদন করেছে।

শেখ হাসিনার বক্তব্য এবং কিছু কথা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশে দেয়া ওয়েবসাইটের ভাষণে জোট সরকারের একশ' দিনের কার্যক্রমের কঠোর সমালোচনা করেছেন। অথচ চল্লিশ মিনিটব্যাপী ভাষণে তিনি একবারও আত্মসমালোচনা করেননি। জাতির উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে তিনি আবারও নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি পুরো ভাষণে জোট সরকারের ব্যর্থতার খতিয়ান তুলে ধরে নিজের শাসনকালীন সফলতার কথা বলেছেন। অথচ দেশ পরিচালনায় নানামুখী ব্যর্থতার জন্যই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হয়েছে। এ সময় সন্ত্রাস পেয়েছিলো রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। প্রশাসনে দলীয়করণ ও আত্মীয়করণ মাত্রা ছাড়িয়েছে। দায়িত্ব হস্তান্তরের পূর্বে তিন মাসে প্রশাসনে ঢালাও রদবদল করা হয়েছে। বিরোধী নেত্রীর ভাষণে কোন দিক নির্দেশনা নেই। নেই নতুন কোন তথ্য।

দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৭ আক্টোবর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি একশ' দিনের কর্মসূচি তুলে ধরেন। একশ' দিন অতিবাহিত হবার পর শুরু হয়েছে মূল্যায়ন। বিগত একশ' দিনে সরকারের যেমন রয়েছে কিছু সফলতা, তেমনি রয়েছে লাগামহীন ব্যর্থতা। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি দমনে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। বেড়েছে দ্রব্য মূল্য। অর্থনীতির প্রতিটি সূচক নিম্নগামী। তবে সরকারের ব্যর্থতার সঙ্গে সফলতাও রয়েছে। সরকার নির্দিষ্ট সময় পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দিতে পেরেছে শিক্ষার্থীদের কাছে। কমে এসেছে ঢাকার যানজট। নিষিদ্ধ হয়েছে পরিবেশের দানব পলিথিন। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের এ সফলতা দেখতে পাননি। নতুবা ভাষণে হীন রাজনৈতিক কারণে বলতে চাননি। তিনি ভাষণে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা না করে একতরফা সমালোচনা করেছেন।

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সরকারের একশ' দিনের কার্যক্রম তুলে ধরে নেত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশে বক্তব্য দেবেন। এ বক্তব্য দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য বিরোধীদলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেলগুলোতে চিঠি দেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণ প্রচারে অসম্মতি জানায়। বেসরকারি

চ্যানেলগুলো প্রথমে ভাষণ প্রচারে উদ্যোগী হলেও পরে পিছিয়ে যায়। জানা গেছে, সরকারের চাপে ও নিজেদের ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার কথা ভেবেই বেসরকারি চ্যানেলগুলো পিছিয়ে যায়। এ কারণে ইন্টারনেটের ওয়েবসাইটে ভাষণ প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিদেশী বাংলা চ্যানেলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ২৬ জানুয়ারি ইন্টারনেটের ওয়েবসাইটে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দেন। এ দিন বিকেলে আওয়ামী লীগ নেত্রীর রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী প্রেস ব্রিফিং করে সাংবাদিকদের হাতে ওয়েবসাইটে দেয়া ভাষণের লিখিত কপি তুলে দেন। শেখ হাসিনার ভাষণকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ না লিখে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জনগণের উদ্দেশে কিছু কথা বলে অবিহিত করা হয়। শিরোনামে লেখা, 'বিএনপি ও জামায়াত ১০০ দিনে কেমন রাখল বাংলাদেশকে?'

আওয়ামী লীগ নেত্রী তার ভাষণে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিচার বিভাগ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। বিচার বিভাগ ব্যাপক উন্নতি সাধন করে। সংবাদপত্র পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। মানবাধিকার কমিশন আইন ও ন্যায়পাল নিয়োগ আইন অনুমোদন হয়েছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী হয়তো ভুলে যাননি, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় নিয়ে এ সময় লাঠি মিছিল হয়েছে। তাকে বার বার আদালত সতর্ক করেছে, আদালত নিয়ে বিতর্কিত কথা না বলার জন্য। সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের রোষানলে পড়েছে সাংবাদিকরা।

আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেছেন, পাঁচ বছর মেয়াদ পূরণ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণকালে আমরা লক্ষ্য করলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষপাতমূলক কর্মকান্ড। যার ফলে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ ভোটের অধিকার প্রয়োগ করবে। গণতন্ত্র আরো সুদৃঢ় করবে। কিন্তু জনগণের সে আশা পূরণ হলো না। আজ সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, ভোট দিলাম কোথায় আর ক্ষমতায় গেল কে? আমার আশা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন অন্তত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে নষ্ট করবে না। রাষ্ট্রপতির ভূমিকাও প্রশ্নাতীত নয়। ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আজ ধ্বংসের মুখে।

ভাষণে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা আবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও রাষ্ট্রপতির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ ছিল নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। নির্বাচন স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সংবাদপত্রে তার অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। তিনি লিখেছেন, আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ না করায় তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি

সন্ত্রাসের জন্য লালবাগের সংসদ সদস্য পিন্টুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিম্ন আদালত থেকে পিন্টু জামিন পেয়েছে। পিন্টুকে গ্রেপ্তার সরকারের সদিচ্ছা। শেখ হাসিনা তার ভাষণে সরকারের এ ইচ্ছাকে আই ওয়াশ বলে অভিহিত করেছেন

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে নিয়ে শেখ হাসিনা অকারণেই বিতর্ক তুলছেন। বির্তকের জট বাধিয়ে দলের ও নিজের ব্যর্থতা রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর চাপাতে চান।

শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্ব থেকে এবং নির্বাচনের দিনে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, বিডিআর কর্তৃক হয়রানি, গ্রেপ্তার, নির্যাতন, ভোটারদের ভোট দিতে না দেয়া এটা কি নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু নির্বাচন। এতো কিছুর পরও আওয়ামী লীগ ৪১% ভোট পেয়েছে। '৯৬ সালের নির্বাচনে ৩৮% ভোট পেয়ে ১৪৬ আসন পেয়েছিল আর এ বছর ৪১% ভোট পেয়ে ৬২টি আসন পাওয়া কি অস্বাভাবিক নয়? জোট ৪৬% ভোট পেয়ে ২১৫টি আসন পেল। মাত্র ৫% ভোটের ব্যবধানে এতো বড় আসনের ব্যবধান কি সম্ভব!

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গড় ভোটের হিসাব কষে নির্বাচনের ফলাফল কারচুপি হয়েছে বলে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু '৯১-এর নির্বাচনেও শতকরা বেশি ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ ৪০টি আসন কম পেয়েছিল। '৯১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৩ ভাগ ভোট পেয়ে আসন পেয়েছিল ১০০টি। বিএনপি ৩১ ভাগ ভোট পেয়ে আসন পেয়েছিল ১৪০টি। প্রতিটি আসনে জয়ের মাধ্যমে সাংসদ নির্বাচিত হয়। জয়ের ব্যবধান কোথাও সামান্য ভোটে হয়, কোথাও ভোটের ব্যবধান অনেক বেশি থাকে। এ কারণে শতকরা হিসাব কষে আসনের হিসাব কষা অবান্তর।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ছাত্রদলের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ফলে দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। নির্যাতন করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক হলে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন ইতিমধ্যেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে পারছে না। আওয়ামী লীগ নেত্রী হয়তো ভুলে যাননি, এমন অবস্থা বিগত পাঁচ বছরে ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা প্রবেশ করতে পারেনি। তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। অস্ত্রের জোরে ছাত্রলীগ দখল করে রেখেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ উপহার দেয়ার জন্য। শতদিনের সন্ত্রাসের পরিসংখ্যান এ কথা বলে, সন্ত্রাস আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সন্ত্রাসের জন্য লালবাগের সংসদ সদস্য পিন্টুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিম্ন আদালত থেকে পিন্টু জামিন পেয়েছে। পিন্টুকে গ্রেপ্তার সরকারের সদিচ্ছা। শেখ হাসিনা তার ভাষণে সরকারের এ ইচ্ছাকে আই ওয়াশ বলে অভিহিত করেছেন। এখন অনেক আওয়ামী লীগ নেতাও স্বীকার করেন নেত্রী ফেনীর জয়নাল হাজারী, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, লক্ষ্মীপুরের তাহেরকে গ্রেপ্তার করেলে নির্বাচনের ফলাফল এমন হতো না। গ্রেপ্তার তো দূরের কথা, অনেক সময় নেত্রী তাদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে কথা বলেছেন। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব পড়েছে।

আওয়ামী লীগ নেত্রী তার বক্তব্যে জোট সরকারের ব্যর্থতার কয়েকটি দিক ধরেছেন। তিনি বলেছেন, মাত্র ১০০ দিনের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছে।

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ১০০ দিনের কর্মসূচিতে কেরোসিন, ডিজেল, জ্বালানি তেল, পানি, গ্যাস, সার প্রভৃতির দাম বাড়ানোর কথা না থাকলেও তিনি কেন বাড়ালেন? তিনি

বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাশাপাশি সমান্তরাল আরেকটি হাওয়া প্রশাসনের কথা সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, কোনটা বেশি ক্ষমতাধর? সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রশাসন হয়ে পড়েছে কর্মহীন ও দিশেহারা। নিরপেক্ষ ও সৎ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং অনুগত অযোগ্য কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষণের ফলে প্রশাসনের সর্বস্তরে নেমে এসেছে গভীর হতাশা। শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নৈরাজ্য, পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি, মিথ্যাচার ছাড়িয়ে গেছে সব সীমা। সংস্কৃতিচর্চা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে সরকারি থাবায়। বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন ও জাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে ক্রমাগত আঘাত করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী প্রশাসনে দলীয়করণের কথা বলেছেন। অথচ তিনিও ছিলেন একই অভিযোগে অভিযুক্ত। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রায় জনসভায় তার ভাষণে প্রশাসনের দলীয়করণ ও আত্মীকরণের অভিযোগ তুলতেন। আওয়ামী লীগের শেষ এক বছরে প্রশাসনকে দলীয়ভাবে সাজানোর চেষ্টা হয়েছে।

তিনি তার ভাষণের শেষে বলেছেন, যে গণতান্ত্রিক ও বিকশিত সমাজ সবার কাম্য সেটা অর্জনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে আমি দলমত নির্বিশেষে সবার প্রতি আহ্বান জানাই। সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণে পারদর্শী বিএনপি ও জামায়াত জোটের দুঃশাসন থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য আমি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দল ছায়া সরকারের মতো। বিরোধী দলীয় নেত্রীর বক্তব্য হওয়া উচিত গঠনমূলক, দিকনির্দেশনা সম্পন্ন। আওয়ামী লীগ নেত্রীর বক্তব্যে সরকারের সমালোচনাই করা হয়েছে। সমস্যা উত্তরণে সরকারকে কোনো দিকনির্দেশনা দেননি। তিনি কবে সংসদে যাবেন সে ব্যাপারেও কোনো কথা বলেননি।

দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ক্রমেই দুই নেত্রীর সেচ্ছাচারিতার কারণে প্রতিকূল হয়ে পড়েছে। কারও বক্তব্য ও কাজের মধ্যে জনগণ মিল খুঁজে পায় না। দুই নেত্রী বক্তব্যে একে অপরের কাজের বিষোদগার করতে ব্যস্ত। কয়েক দিনের মধ্যেই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। জনগণ আশা করে তিনি ভাষণে শুধু সফলতার জয়গান করবেন না। ব্যর্থতাও স্বীকার করবেন। বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাবেন। জনগণ আশা করে বিরোধী দলীয় নেত্রী গণতন্ত্রের স্বার্থে সংসদে যাবেন, সংসদে কথা বলবেন। ইন্টারনেটে নয়!

জয়ন্ত আচার্য

আন্দোলনের কথক

স্বৈরাচার বিরোধী এক দশকের আন্দোলনে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে প্রাণ দিয়েছেন নূর হোসেন, ডা. মিলনসহ অগণিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। '৮৮-র ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে পুলিশি বর্বরতায় চট্টগ্রামে গণহত্যায় কমপক্ষে ২২টি তাজা প্রাণ অকালে ঝরে যায়, আহত হয় অগনিত। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বলুয়ার দীঘিরপাড় শ্মাশানে পুড়িয়ে ফেলা হয় পুলিশি প্রহরায়।

আলেক্স আলীম

চৌধুরী আনোয়ারুল করিম

নাজিমউদ্দিন

সেদিন আন্দোলনে কোনো নেতৃত্ব ছিল না। ছিল স্বতঃস্ফূর্ত জনতার জঙ্গী মিছিল। চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রনেতারা সেদিন বিভিন্ন অবস্থানে ভূমিকা রেখেছিলেন। তারই সূত্র ধরে সাপ্তাহিক ২০০০ মুখোমুখি হয়েছে তৎকালীন ক'জন ছাত্রনেতার।

চৌধুরী আনোয়ারুল করিম, সাবেক ছাত্রনেতা (ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছা.ই. সভাপতি)

সেদিন মূলত ছাত্র-শ্রমিকদের জঙ্গি মিছিল ছিল। শেখ হাসিনা, সাইফুদ্দিন মানিক, পংকজ ভট্টাচার্য, তোফায়েল আহমেদ, দীলিপ বড়ুয়ার সঙ্গে স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন গাড়িতে। আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা ছিল স্বৈরশাসনের জরুরি অবস্থা চ্যালেঞ্জ করে যেহেতু লালদীঘির মাঠের সমাবেশ বিমানবন্দর থেকে লালদীঘি মাঠ পর্যন্ত মুক্ত সমাবেশ করে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হবে। রক্তপাত করে নয়, যেখানেই বাধা সেখানেই সমাবেশ।

আমাদের মিছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গাড়ির পেছন থেকে প্রবল জোয়ারে সামনে চলে আসে। মিছিলে সব লাল পতাকা– কোথাকার কে কিছুই জানি না। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত এ অংশগ্রহণ পুলিশের বাধা পেয়ে লালদীঘির দিকে না গিয়ে মিছিল কোর্ট বিল্ডিংয়ের দিকে যেতেই পুলিশি নির্দেশ শুনলাম, সঙ্গে সঙ্গে গুলি। ছিটকে গেল সব। শেখ হাসিনা বলছিলেন খবরদার! তোরা মানুষ? আর মারবি না। তখন সবার বাঁচবার প্রবল চেষ্টা। পুরনো বাংলাদেশ ব্যাংকের বড় নালার ভেতর আমরা অনেকে আশ্রয় নিয়েছি। পুলিশ নেমে বেদম মার মারলো, হাত-পা সঙ্গে সঙ্গে ফুলে গেলো। তারপর চেতনা হারিয়ে ফেললাম। পরে শুনেছি ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি আমি এবং তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদেল মান্নানের নিহত হবার গুজব শুনে ঢাকায় শোকসভা ও মিছিল করে।

তবে ২৪ জানুয়ারি গণহত্যার পরের সপ্তাহে জনমনে যে ক্ষোভ দেখা গেছে পশ্চাৎ হটার নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে সেটা কাজে লাগাতে।

চাকসু ভিপি নাজিম উদ্দিন (সাবেক জাতীয় ছাত্রলীগ নেতা এবং বর্তমানে নগর বিএনপি'র যুগ্ম সম্পাদক)

এরশাদ বিরোধী গণ-আন্দোলনে মূলত ছাত্ররাই নেতৃত্ব দেয়। স্বৈরাচার হটানোর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা আসছেন। আমরা বিমানবন্দর থেকেই আসছিলাম। এতো বড় সমাবেশ। সেদিন ঐ সমাবেশেই মানুষ ভেবেছিল এরশাদের পতন হয়ে যাবে। কিন্তু কাকপক্ষীও টের পেলো না, নেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা চলে গেলেন। মানুষ আশাহত হলো। সেখান থেকেই বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে খালেদা জিয়ার দিকে ঝোঁকে মানুষ। এরশাদের প্রতি ঘৃণা আরো বেড়ে যায়। ঢাকা থেকে এসে সফল সমাবেশ করে যান বেগম খালেদা জিয়া।

কবি সাংবাদিক ওমর কায়সার *(দৈনিক পূর্বকোণের নবীন সংবাদিক ছিলেন তখন)*

বেলা ২টা বিশ্বজিত চৌধুরী (কবি, সাংবাদিক) এবং আমি অফিসের দিকে যাবো। কাটা পাহাড় বোস ব্রাদার্সের সামনে যেতেই গুলি এদিক-ওদিক থেকে। মনেই ছিল না

সেদিন এতো বিশাল সমাবেশ বা সংঘর্ষ হতে পারে এমন কিছু। আঞ্চলিক ভাষায় একজন ধমকে বললেন, বসে পড়, বুঝছিস না তোদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। ঐ গুলিতে ক্ষত নারকেল গাছে এখনো দাগ রয়ে গেছে অক্ষত। দৌড় দিলাম বোস ব্রাদার্সের পেছনে পুলিশ ক্লাবের ভেতর দিয়ে। দেখি এক ছেলে পুলিশের রাইফেল কেড়ে নিয়ে এসেছে। চিত্রাঙ্গন স্টুডিওর ওদিক থেকে একজন ধমকে বললো 'পালা শিগগির! তোর জন্য আমরাও ধরা পড়বো।'

এভাবে অনেক ঘটনাই মনে পড়ে। তবে সবচেয়ে কষ্ট হয় ভাবতে–প্রচুর হতাহতের সংবাদ পেলেও লিখতে পারিনি, অফিসে গিয়ে সবাই যতো কিছুই শুনি মৃতের সংখ্যা লিখতে পারিনি, ওপরের নির্দেশ ছিল যেন হতাহতের সংখ্যা না বলি। তৎকালীন সম্পাদক কেজি মোস্তফা লিখলেন... 'বহু হতাহত...'।

আলেক্স আলীম

(ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক, নগর শাখা)

বিকেল ৩টার দিকে নিউমার্কেট, আমতলা এলাকা ছিলো লোকে লোকারণ্য। জনতার ক্ষুব্ধ মেজাজ। চারদিকে নানা গুজব, কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা বুঝতে পারছি না। জনতা নেতৃত্বহীন। জনতার ভিড়ে ছাত্র ইউনিয়নের নগর সম্পাদক আবদেল মান্নানকে পেয়ে গেলাম জনতার ভিড়ে। দু'জনে মিলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম এ জনতাকে সংগঠিত করতে হবে। আমরা দু'জনে মিলে স্বৈরাচার বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করলে জনতার ভেতর থেকে গর্জন উঠতে থাকে। আমরা মিছিল নিয়ে আমতলা হয়ে তিলপোলের মাথায় যাই, সেখানে আমরা বক্তৃতা করি। এরপর সমাবেশ আরো জঙ্গিরূপ নিলে আমরা মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারের দিকে এগোতে থাকি। মিছিল কিছুদূর না যেতেই পুলিশ গ্রান্ড হোটেলের সামনে থেকে আমাদের ওপর বন্দুক তাক করে। গুলির শব্দ শুনি, সব ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। গুলি অনেকের প্রাণ কেড়ে নেয়, অনেকের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে ছোটাছুটি লেগে যায়। আমতলায় একটি মানিব্যাগ পাই। সেখানে একটি ক্রশ চিহ্ন ছিলো, পরে জানতে পারি ব্যাগটি গুলিতে নিহত এলেথবার্ট গোমেসের। বেলা চারটার দিকে আমরা হাসপাতালে (চমেক) গেলে সেখানে অনেক রক্তাক্ত দেহ দেখতে পাই। ডাক্তার-কর্মচারী সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। রক্তের জরুরি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। মেডিক্যাল হাসপাতালের সামনে মোজাম্মেল চত্বরে দাঁড়িয়ে রক্ত দেয়ার জন্য বক্তৃতা করে আহ্বান জানালাম, সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতিশীল জনতার দীর্ঘ লাইন পড়ে গেলো রক্ত দিতে। ডাক্তারদের কয়েকজন (নাম মনে নেই) আমাকে ডেকে নিলেন। ফ্লোরে সব লাশের সারি। আমাকে বললেন, কাউকে শনাক্ত করতে পারি কি না দেখে। সে মুহূর্তে আমার পক্ষে কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে দেখেছি সব বীভৎস লাশ। কারো পেট জখম হয়েছে, কারো মুখ। সবাই রক্তস্নাত। দেখলাম ছাত্রনেতা মঈনুদ্দীন কাপল আহত-নিহতদের টানতে টানতে রক্তে ভিজে গেছে। ছাত্রনেতা গৌতম আর আমার জামা-কাপড়েও রক্তের দাগ লেগে ছিলো রাত পর্যন্ত।

যুগে যুগে ব্যাপক আন্দোলন হটকারী রাজনীতিকদের স্বার্থের কাছে থিতিয়ে যায়। তবু গণতন্ত্রের স্বপ্ন থাকে চিরজাগরুক। শহীদ এথেলবার্ট গোমেজ, স্বপন বিশ্বাস, কিশোর শহীদ হাসানের পরিবার নিয়ে গতবার সাপ্তাহিক ২০০০ বিশেষ প্রতিবেদন করে। এবার তাদের পরিবারের নতুন কোনো স্বপ্ন বা সুদিন আসেনি। হতাশ, ক্ষুব্ধ তারা। রাজনীতির হটকারিতার কারণে বিশ্বাস নেই কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি। এ মামলার অন্যতম সাক্ষী ইব্রাহিম হোসেন বাবুল সাপ্তাহিক ২০০০কে বললেন, আমাদের নেত্রী আসছে খবর পেয়ে আমরা কোর্ট থেকে ১০/১২ জন বেলা দু'টার দিকে নিচের দিকে নামতে থাকি গোলাগুলি হচ্ছে শুনে। প্রচন্ড গোলাগুলিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মিছিল। নেত্রীকে নিয়ে কোর্টে উঠি, আবার নামতে গিয়ে পুলিশ বাধা দিলে কোর্টে উঠে যেতে হয়। পরবর্তীতে শেখ হাসিনা কাজির দেউড়ি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে মিটিং করতে যাবার কথা থাকলে তা আর হয় না। গোলাগুলির উদ্দেশ্য শেখ হাসিনাই ছিলেন এটা পরিষ্কার।

গণহত্যা মামলার সাবেক পিপি ফকরুদ্দিন চৌধুরী

বললেন মামলার ১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেবার পর ৪ জন আসামিকে নতুন সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সিআইডি রিপোর্টে। এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করে শেষোক্ত ৪ জন। অন্যদের নিয়ে মামলা অগ্রসর হলে প্রথম আসামিদের আবেদন আসে জজকোর্টে, যেন হাইকোর্ট থেকেই চারজনের রিটের রায় না হওয়া পর্যন্ত এ মামলা স্থগিত থাকে।

সব দলমতের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সফল হয়েছে বলা যায় না গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার শত প্রতিশ্রুতির পরও। হঠকারী রাজনীতি এক করতে পারে না সবাইকে। তবু ২৪ জানুয়ারি আন্দোলনের সৈনিকদের স্বপ্ন হয়তো সফল হবে, তাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন।

সুমী খান *চট্টগ্রাম থেকে*

ক্যান্সার হাসপাতালের পরিসর বৃদ্ধি

ক্যান্সার এখনও বিশ্ববাসীর কাছে মরণব্যাধি। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় এখন অনেক ধরনের ক্যান্সার নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা দিনে দিনে কমছে। চূড়ান্ত সাফল্যের দাবি করতে না পারলেও সাফল্যের হার উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, রোগের প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে তা চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করে তোলা যায়।

বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সূত্র মতে, দেশে ৮ লাখ ক্যান্সার রোগী আছে। প্রতি বছর ২ লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। মারা যায় ১ লাখ ৫০ হাজার। কিন্তু আমাদের দেশে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা এখনও অপ্রতুল। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বছরে ১৫ হাজার রোগীর চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। দেশের বড় বড় সরকারি হাসপাতালগুলোতেও ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। তাই দেশের বেশির ভাগ ক্যান্সার রোগী চিকিৎসার জন্য পাড়ি দিতে হচ্ছে ভারত,

সিঙ্গাপুরসহ অন্যান্য দেশে। ক্যান্সার চিকিৎসা ব্যবস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা আহসানিয়া মিশনের উদ্যোগে ৩০০ শয্যার আহসানিয়া হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়েছে ২৩ জানুয়ারি। রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যান্সার রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব। পাশাপাশি ডাক্তারদের উদ্দেশে পরামর্শ দিয়ে বলেন, রোগীর জন্য পর্যাপ্ত সেবা নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

অন্যদিকে ২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ক্যান্সার

ডিইউজের নির্বাচন

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) নির্বাচনে দৈনিক মাতৃভূমির কাজী রফিক সভাপতি এবং দৈনিক রূপালীর মোল্লা জালাল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে সভাপতি পদে কাজী রফিক ৪৮৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডেইলি স্টারের আব্দুল জলিল ভূঁইয়া পেয়েছেন ৪৬৮ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে মোল্লা জালাল পেয়েছেন ৩৬৮ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাসসের ওমর ফারুক পেয়েছেন ৩৪৭ ভোট।

নির্বাচনে মোট ১ হাজার ৫৭৬ জন ভোটারের মধ্যে ৯৮৫ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এতে নির্বাচিত অন্য কর্মকর্তারা হচ্ছেন- সহসভাপতি জাফর ওয়াজেদ (বাংলাবাজার পত্রিকা), আবীর হাসান (জনকণ্ঠ) ও আলতাফ চৌধুরী (বাংলাবাজার পত্রিকা), যুগ্ম সম্পাদক জহরলাল চন্দ্র দাস (সংবাদ), কোষাধ্যক্ষ তরুণ তপন চক্রবর্তী(অবজারভার), সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর দাশগুপ্ত (জনকণ্ঠ), ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন (খবর), জনকল্যাণ সম্পাদক মফিদা আকবর (ইত্তেফাক), প্রচার সম্পাদক এনামুর রেজা দিপু (খবর), দপ্তর সম্পাদক হাসান আরেফিন (যুগান্তর) এবং নির্বাহী পরিষদ সদস্য জাকারিয়া মিলন (ইত্তেফাক), আসলাম সানি (বিচিত্রা), শান্তা মারিয়া (জনকণ্ঠ), আহমদ সাব্বির রোমিও (চ্যানেল আই), সারমিন রহমান সোমা পলাশ চৌধুরী (মুক্তকণ্ঠ),

কাজী রফিক

মোল্লা জালাল

আতাউর রহমান (নবচেতনা), বাশিরা ইসলাম (সংবাদ), রফিক আহমদ, প্যাট্রিক ডি কস্তা (প্রভাত), কনক সারওয়ার (জনকণ্ঠ), সোহে সানি (বাংলাবাজার পত্রিকা), জয়ন্ত আচার্য (সাপ্তাহিক ২০০০), খন্দকার আনিসুর রহমান (খবর) এম জি কিবরিয়া চৌধুরী, জহিরুল ইসলাম (ভোরের ডাক), ইব্রাহিম খলিল খোকন (খবর), সাগর সগীর এবং সিদ্দিকুর রহমান (প্রভাত)।

জয়ন্ত আচার্য

নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় নব নির্বাচিত সভাপতি কাজী রফিক ও মোল্লা জালাল ২০০০কে বলেছেন, আমাদের সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিজয়ী নির্বাহী পরিষদে সদস্য জয়ন্ত আচার্য নির্বাচনে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বর্তমানে এটি ৫০ শয্যার হাসপাতাল হিসেবে চালু আছে। রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নতি করা হচ্ছে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ডাক্তারদের উদ্দেশে বলেন, রোগীরা কেন চিকিৎসার জন্য বিদেশে যায় তার কারণ খুঁজতে হবে।

ক্যান্সারের চিকিৎসা আমাদের দেশে এখনও অপ্রতুল। উন্নত যন্ত্রপাতির অভাব এবং চিকিৎসকদের ওপর রোগীরা নির্ভর করতে পারে না বলে সু-চিকিৎসার জন্য রোগীদের বিদেশে যেতে হচ্ছে। আমাদের দেশে ক্যান্সারের চিকিৎসা বলতে রোগীদের ক্যামিওথেরাপি এবং রেডিওথেরাপির চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, রোগীরা প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা নিতে এলে অনেক ক্ষেত্রে ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু সচেতনতার অভাবে অধিকাংশ রোগীই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় শেষ সময়ে, যখন ডাক্তারদের কিছু করার থাকে না।

সাধারণত ক্যান্সার বলতে বোঝায় একটি কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে। মানবদেহে হাজারো কোষের সমারোহ। কোষগুলো বিভিন্ন সেলের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই বাড়তে থাকে। কিন্তু যখন এটি অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে তখন তা টিউমার আকৃতি ধারণ করে। টিউমারটি দিনে দিনে বড় হতে থাকে। টিউমারের মধ্যে কোষগুলো আবার পৃথক হয়ে শরীরের অন্য স্থানে গিয়ে বসতি গড়ে। সেখানেও তারা একই নিয়মে বাড়তে থাকে এবং টিউমারে পরিণত হয়। টিউমারের মধ্যে অতিবর্ধনশীল কোষগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে যুদ্ধ করে একসময় রক্তে প্রবেশ করে। তখন রোগীর ক্যান্সারের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায় যখন আর রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

চিকিৎসকদের মতে, রোগীরা প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসকের কাছে এলে অতিবর্ধনশীল কোষগুলোকে চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাময় করাও সম্ভব হয়ে থাকে।

দেশে ক্যান্সারে আক্রান্তের হার দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে মুখ, গলা এবং মহিলাদের জরায়ুতে ক্যান্সার আক্রান্তের হার আমাদের দেশে বেশি। চিকিৎসকদের মতে, একটু সচেতন হলে, এসব ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া থেকে দূরে থাকা যায়। তবে জনগণের সচেতনতার পাশাপাশি চিকিৎসকদেরও সচেতন হতে হবে চিকিৎসা দেয়ার ক্ষেত্রে। তবেই দেশের রোগীদের সু-চিকিৎসার নিশ্চয়তায় বিদেশে যেতে হবে না।

দে • য়া • ল • লি • পি

পাল্টাপাল্টির রাজনীতি

ক্ষমতাসীন বিএনপি ও বিরোধী আওয়ামী লীগ এখন পাল্টাপাল্টি রাজনীতিতে ব্যস্ত। বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে আওয়ামী লীগ শাসনামলে যাদের ওপর নির্যাতন জুলুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তাদের নিয়ে কনভেনশনের কথা ঘোষণা করেন। পরপরই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাও বিএনপি সরকারের 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' সম্পর্কে জাতীয় কনভেনশনের ঘোষণা দেন। উভয়ে এখন অপেক্ষা করছেন কে কিভাবে ঐ কনভেনশন করছে তা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে বিএনপি সরকারের তরফ থেকে আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগও বসে নেই। তারাও সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি'র বিগত শাসনামলের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার সরকারের একশ' দিনের শাসনের ব্যাপারে ছাব্বিশে জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবার কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর পক্ষ থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। অবশ্য টিভি চ্যানেলগুলো তাতে রাজি হয়নি। ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটে ঐ ভাষণ প্রচারের কথা বলা হয়েছে। দেশের মানুষ বিএনপি-আওয়ামী লীগের এই পাল্টাপাল্টির রাজনীতিতে বিভ্রান্ত, বিমূঢ় হলেও, বিশেষ কৌতুকও বোধ করছে।

টেলিভিশন তুমি কার!

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া টেলিভিশন ও গণমাধ্যমগুলোকে মৃত ব্যক্তির বন্দনা ও জীবিত ব্যক্তির তোষামোদীর পুরনো অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে বললেও তার দল যখন সেটা সমানে চালিয়ে যায় তখন তাদের আর উপায় থাকে না। এবার প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়ার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিএনপি তার সম্পর্কে স্তুতিবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। এতদিন তারা জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেই ক্ষান্ত ছিল। এখন তারা দাবি করছে যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রিম কমান্ডার হিসাবে জিয়া ঐ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। রেডিও-টেলিভিশনসহ গণমাধ্যমগুলো বিএনপি নেতাদের ঐসব বক্তব্য প্রচার করতেই বাধ্য হয়নি, তার সমর্থনে জিয়ার শাসনামলের বিভিন্ন ফুটেজ, অডিও রেকর্ডও ব্যবহার করেছে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধও কাজে লাগছে না। সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। টেলিভিশন তুমি কার, যখন যে ক্ষমতায় তার!

সত্য ভাষণ

বিএনপি-আওয়ামী লীগের উভয়ের শাসনামলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে তাকে অনেকেই সত্য ভাষণ বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের বক্তব্য এই দুই আমলের শাসনকর্তাদের দুর্নীতি প্রমাণ করার জন্য কারও কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। উভয়ের অভিযোগনামা পাশাপাশি রেখে তদন্ত করলেই চলবে। তবে উভয়ের দুর্নীতি সম্পর্কে এই সত্য ভাষণ কোনো পরিণতি নেবে বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও তার প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর একটি করে দুর্নীতির মামলায় ফেঁসে যাওয়া ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলাই পরিণতি লাভ করেনি। এই ঘটনা চোরের মাসতুতো ভাইয়ের প্রবাদকেই মনে করিয়ে দেয়।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ এনে তার অধীনে কোনো নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিএনপি। সিইসি আবু হেনার অধীনে অনুষ্ঠিত পৌরসভা ও উপনির্বাচন সমূহে বিএনপি অংশ নেয়নি।
এবার আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমএ সাঈদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ এনে তার অধীনে অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিএনপি যেমন আবু হেনার পদত্যাগ দাবি করেছিল, আওয়ামী লীগও এমএ সাঈদের পদত্যাগ দাবি করেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়ে ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তি কেবল চমকপ্রদই নয়, বাংলাদেশের রাজনীতির সংকটের গভীরতারও নিদর্শক।

পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের দাবি

ভূমিহারা অধিকার বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভূমির বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং অধিকার নিশ্চিত করার অভিপ্রায় নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)'র আয়োজনে ১২ এবং ১৯ জানুয়ারি রাজশাহী এবং দিনাজপুরে দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা শীর্ষক এই কর্মশালায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো সমতলের আদিবাসীদের জন্য একটি ভূমি কমিশন গঠনের দাবি করা হয়। অক্সফাম জি.বি'র সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই দুটি কর্মশালায় বক্তারা উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার প্রকৃত চিত্র, বিরাজমান আইন ও তা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা এবং তাদের শোষণ বঞ্চনার দিকগুলো আলোচনাসাপেক্ষে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। রাজশাহীর TARC সেন্টারে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক। দিনব্যাপী এই কর্মশালার মধ্যদিয়ে আদিবাসীদের ভূমি বিষয়ে বিশেষ ফৌজদারি আইন প্রণয়ন, আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন, আদিবাসীদের ভূমির অধিকার সংক্রান্ত আইনের কার্যকারিতা বাড়ানো, আদিবাসীদের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশ, স্থানীয় সরকারে আদিবাসীদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদি সুপারিশসমূহ প্রস্তাবিত হয়। কর্মশালায় 'আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার প্রকৃতি' এবং 'আদিবাসীদের ভূমি অধিকার রক্ষায় প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রম সরোয়ার-ই-কামাল স্বপন ও এভারেস্ট হেমরম এবং ফজলে হোসেন বাদশা। কর্মশালায় আলোচনা পর্বে অক্সফাম জি.বি'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি সেলিনা শেলী বলেন, আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা যেমন জটিল তেমনি এর বাস্তব সমাধানের পথ চিহ্নিত করাও জটিল। তবে তিনি এই বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, শেষাবধি এই কর্মশালা থেকে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সুপারিশমালা বেরিয়ে আসবে। RDC-র সম্মানিত ট্রাস্টি সদস্য খোরশেদ আহমেদ বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মনে করে নরওয়ের আদিবাসীদের সংগ্রাম ও সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। সমতলের আদিবাসীদের জন্য মন্ত্রণালয় গঠন, তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং ভূমিতে আদিবাসী নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি সুপারিশ করেন। RDC-র সাধারণ সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল আদিবাসীদের ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব প্রথাগত আইনগুলোর একটি সার সংক্ষেপ তৈরির সুপারিশ করেন।

দিনাজপুরের পরিবার পরিকল্পনা একাডেমী (FPAB) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কর্মশালাতেও সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের ওপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক হাফিজুর রহমান ভূঁইয়া। তিনি আমাদের দেশে আদিবাসীদের ঐতিহাসিক অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে তাদের ভূমি অধিকার রক্ষায় পর্যাপ্ত সুপারিশের প্রত্যাশা করেন। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পল চারুয়া তিগ্যা জমির বিভাজনকে একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি আদিবাসীদের ভূমি-নির্ভর পেশার বিকল্প উদ্ভাবনের ওপর জোর দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এইচকেএস আরেফিন আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে উল্লেখ করেন। ওয়ার্কশপে কয়েকজন আদিবাসী মহিলা তাদের সমস্যার কথা বলেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আলোচক বাংলাদেশ

আদিবাসী সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ সিং আদিবাসী ভূমি আইনের ফাঁকফোকরগুলো তুলে ধরেন। আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা এবং ভূমি আইন বিষয়ক দু'টি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুরের প্রখ্যাত লেখক মেহরাব আলী এবং CDA-এর সমন্বয়কারী শাহ্-ই-মবিন জিন্নাহ।

গ্যাস রপ্তানি ইস্যুতে সংলাপ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন বলেছেন, গ্যাস রপ্তানির বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা হতে পারে। সরকার এখনও গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। মজুদ ও ব্যবহার কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পরই সরকার গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। সিরডাপ মিলনায়তনে ২৪ জানুয়ারি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিডিপি) উদ্যোগে আয়োজিত সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংলাপে 'বাংলাদেশের গ্যাস খাতের অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষা : সাম্প্রতিক উপাত্ত এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একেএমএ কাদের ও অধ্যাপক এডমন্ড গোমেজ। প্রবন্ধে এ পর্যন্ত দেশের সর্বত্র আবিষ্কৃত গ্যাস, গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর মজুদ ও সম্ভাবনার ওপর পরিচালিত সমীক্ষাগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। দেশের মধ্যে আগামীতে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্যাসের চাহিদা বাড়তে পারে তার হিসাব দেখানো হয়েছে প্রবন্ধে। প্রবন্ধকেরা বলেছেন, গ্যাস রপ্তানি করতে হলে বেশ কতগুলো নতুন চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও অনুমোদন স্বাক্ষরের প্রয়োজন। সংলাপে সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী বলেন, এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন আমাদের নেত্রী এবং বিএনপি নেত্রী একমত ছিলেন, দেশের প্রয়োজন না মিটিয়ে গ্যাস রপ্তানি করা যাবে না। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি গ্যাস রপ্তানির জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, বিদেশে গ্যাস রপ্তানি নয়, দেশের ভেতরই গ্যাসের সম্ভাব্য ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে। গ্যাস জনগণের সম্পদ। তেল ও গ্যাস রপ্তানি প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, সরকার গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দুটো কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটি দুটির মাধ্যমে সঠিক দিকদর্শন পাওয়া যাবে না। সংলাপে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব মশিউর রহমান, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান সৈয়দ সাজেদুল করিম, পেট্রোবাংলার সাবেক চেয়ারম্যান ড. হোসেন মনসুর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সংলাপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, নারীনেত্রী খুশী কবীর, মার্কিন তেল কোম্পানি শেল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাইনার রেডিংস, ইউনোক্যালের ভাইস প্রেসিডেন্ট গ্রেগ গ্রিটারস। সিডিপি'র আলোচিত সংলাপটি বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মীর খোলামেলা আলোচনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।